ইমিগ্র্যান্ট

ইমিগ্র্যান্ট

ইবরাহিম হাতামিকিয়া

মূল ফারসি থেকে অনুবাদ
মুমিত আল রশিদ

ঐতিহ্য

ইমিগ্র্যান্ট
ইবরাহিম হাতামিকিয়া
মূল ফারসি থেকে অনুবাদ : মুমিত আল রশিদ

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

প্রকাশকাল
মাঘ ১৪৩০
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

IMMIGRANT by Ebrahim Hatamikia
Translated by Mumit Al Rashid
Published by Oitijjhya
Date of Publication : February 2024

E-mail : oitijjhya@gmail.com

Copyright©2024 Translated by Mumit Al Rashid
All rights reserved including the right
of reproduction in whole or in part in any form

ISBN 978-984-776-238-8

উৎসর্গ

শহিদ আমজাদ ফকির

মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে যিনি অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধার খাওয়া দাওয়ার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দেখার একেবারে প্রান্তসীমায় শহিদ হন

অনুবাদকের কথা

চলচ্চিত্র দুনিয়ায় ইরান এক বিস্ময়ের নাম। পৃথিবীর নানা প্রান্তে রুচিশীল, মার্জিত ও বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণি-পেশার মানুষগুলোকে একত্র করেছে ইরানি চলচ্চিত্র। দুর্দান্ত কাহিনিবিন্যাস, চিত্রনাট্যের যথোপযুক্ত ব্যবহার, সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে না দেওয়া, সংলাপের দুর্দান্ত আকর্ষণ, একটি ক্ষুদ্র বিষয়কে দর্শকদের চিন্তার খোরাক হিসেবে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া ইত্যাদি নানা বিষয়ে ইরানি চলচ্চিত্র আমাদের ব্যতিক্রমী পথে হাঁটতে শিখিয়েছি। অশ্লীলতা আর নারীর যথেচ্ছ ব্যবহার না করে প্রতিটি নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনও আমাদের চিন্তার রাজ্যে আলোড়ন তুলেছে। যুদ্ধকেন্দ্রিক চলচ্চিত্রগুলো গল্পের নানা ব্যতিক্রমী আঙিনায় প্রবেশ করেছে। ইরাক-ইরান দীর্ঘ আট বছরের যুদ্ধ ইরানি চলচ্চিত্রে নতুন নতুন উপাদান তৈরি করেছে, যেখানে বাংলাদেশ সত্তর ও আশির দশকে কিছু চলচ্চিত্র নির্মাণের পর পুরোপুরি থমকে গেছে। ইরানের যুদ্ধকেন্দ্রিক অসংখ্য চলচ্চিত্র আছে, যেগুলো স্বল্প বাজেটে নির্মিত চলচ্চিত্র; অথচ গুণগত মানে আমাদের চলচ্চিত্র থেকে যোজন যোজন এগিয়ে অস্কারের মঞ্চ পর্যন্ত চলে গিয়েছে। ইরানের এই চলচ্চিত্রগুলো নিয়ে নানা সময়ে নানা আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে, কিন্তু পরিচালকগণ আবারও নতুন উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ইবরাহিম হাতামিকিয়া এই ঘরানার পরিচালকদের শীর্ষে রয়েছেন। 'দিদেহ বান' নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনায় থেমে না থেকে তিনি নির্মাণ করেন 'ইমিগ্র্যান্ট'। 'অজ্ঞসে শিশে-ই' নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি নির্মাণ করেন 'মোওজে মোরদেহ'। এভাবেই ইরানি চলচ্চিত্রে যুদ্ধ নতুন একটি মাত্রা পেয়েছে। আশা করছি

'ইমিগ্র্যান্ট' চলচ্চিত্রটির সংলাপ পাঠ করে বিজ্ঞ পাঠক মহল সিনেমাটি দেখার আনন্দ আরও বহুগুণে উপভোগ করবেন। প্রিয় কবি পিয়াস মজিদ আমার অনুবাদকর্মগুলো বাঁচিয়ে রাখার চিন্তা করেছেন। তাঁর অদম্য ইচ্ছার ফসল বলা যেতে পারে চলচ্চিত্রগ্রন্থগুলো। অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানবেন, প্রিয় কবি। প্রতিটি অনুবাদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বিন্যাসে সহযোগিতা করায় প্রথম আলোর ফিচার লেখক স্নেহাস্পদ কবীর হোসাইনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বরাবরের ন্যায় ধ্রুব এষ দাকে অসাধারণ একটি প্রচ্ছদের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নতুন এই পথচলায় সহযোগিতার জন্য ঐতিহ্য প্রকাশনা সংস্থাও প্রশংসার দাবি রাখে।

ইবরাহিম হাতামিকিয়া ও তাঁর ইমিগ্র্যান্ট

ইরাক-ইরান যুদ্ধের পর যুদ্ধভিত্তিক সিনেমা তৈরির পথ প্রশস্ত হয়। এসব সিনেমায় বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যময় প্রকাশ দেখা যায়। যুদ্ধভিত্তিক সিনেমাগুলো পুরোপুরি নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করে। একদিকে যুদ্ধভিত্তিক সিনেমাগুলোর মধ্যে প্রেম ও রোমান্টিক উপাদান প্রবেশ করে; যদিও সেটি অসামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। কিন্তু এই দশকের সঙ্গে পূর্বের দশকের বিষয়বস্তুর পার্থক্য দেখা গেল। অন্যদিকে যুদ্ধভিত্তিক সিনেমা দর্শনে চলচ্চিত্র সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি আরও বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠল।

ইবরাহিম হাতামিকিয়া যুদ্ধভিত্তিক সিনেমা নির্মাণের ক্ষেত্রে ইরানের সবচাইতে বড় স্লোগান। তাঁকে বলা হয় ইরানের এক নম্বর অ্যাকশন পরিচালক। তিনি ১৯৬১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর তেহরানে জন্মগ্রহণ করেন। হোনার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেমা ও থিয়েটার অনুষদের চিত্রনাট্য লেখা বিভাগ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৭ সালে 'হোভেইয়্যাত' (Identity) নামে চলচ্চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে চলচ্চিত্রের রঙিন জগতে পা রাখেন। তিনি নব্বই দশকের সূচনায় নির্মাণ করেন 'অজুন্সে শিশে-ই' (The Glass Agency, ১৯৯৮ খ্রি.)। চলচ্চিত্রটিতে তিনি যোদ্ধা পরিবারের প্রতি সমাজের অমনোযোগ ও এড়িয়ে থাকার প্রবণতার সুস্পষ্ট বিরোধিতা করেছেন। এ ছাড়া যারা যোদ্ধা নাম দিয়ে নিজেদের আখের গুছিয়েছেন, তাদের কঠোর সমালোচনা

করেছেন। চলচ্চিত্রটির জন্য তিনি ১৬তম ফজর চলচ্চিত্র উৎসব থেকে সেরা চিত্রনাট্য ও সেরা পরিচালক ক্যাটাগরিতে পুরস্কার লাভ করেন। তিনি এই সমালোচনার ধারা পরবর্তী চলচ্চিত্র 'মোওজে মোরদেহ' (Mowje mordeh, ২০০১ খ্রি.)-তেও অব্যাহত রেখেছিলেন। তাঁর 'রুবানে গ্বেরমেজ' (The Red Ribbon, ১৯৯৯ খ্রি.) চলচ্চিত্রে প্রেমকে মূল পটভূমি হিসেবে তুলে ধরেছেন। এই চলচ্চিত্রটির জন্য সান সেবাস্তিয়ান চলচ্চিত্র উৎসবে স্বর্ণ ঝিনুকের জন্য মনোনীত হন। হাতামিকিয়া 'আজ কারখে ত রাইন' (From Karkheh to Rhein, ১৯৯২ খ্রি.) চলচ্চিত্র দিয়ে যুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রে নতুন বিবর্তনের সূচনা করেছেন। এ যুগেই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলো নির্মিত হয়েছিল। যদিও ২০১৮ সালে 'বে ভাগ্বতে শাম' (Damascus Time, ২০১৮ খ্রি.) চলচ্চিত্র নির্মাণ করে বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছেন। তিনি ফজর চলচ্চিত্র উৎসব থেকে এখন পর্যন্ত 'বে রাঙে আরগাভা'ন', 'অজ্বস্নে শিশে-ই' ও 'বে ভাগ্বতে শাম'–এই তিনটি চলচ্চিত্রের জন্য সেরা পরিচালক হিসেবে সি মোরগে ব্লুরিন পুরস্কার অর্জন করেন। হাতামিকিয়া ২০০২ সালে ইরানের ৫৫ জন পরিচালকের ভোটে ইরানের সর্বকালের সেরা ১০ জন পরিচালকের একজন হিসেবে নির্বাচিত হন। ৪৩ জন চলচ্চিত্রসমালোচকের দৃষ্টিতে ইসলামি বিপ্লবের পর প্রথম সারির ৫জন পরিচালকের মধ্যে একজন হিসেবে নির্বাচিত হন। তাঁর অন্য চলচ্চিত্রগুলো হলো 'দিদেহ বান' (The Scout, ১৯৮৯ খ্রি.), 'ইমিগ্র্যান্ট' (১৯৯০ খ্রি.), 'বে নামে পেদার' (In the Name of the Father, ২০০৬ খ্রি.), 'দাওয়াত' (Invitation, ২০০৮ খ্রি.), 'ভাসলে নিয়াকান' (Union of the Good, ১৯৯২ খ্রি.), 'খাকেস্তারে সাবজ্' (The Green

Ashes, ১৯৯৪ খ্রি.), 'খোরুজ' (Exodus, ২০২০ খ্রি.), 'বোরজে মিনু' (Minoo Watchtower, ১৯৯৬ খ্রি.), 'মোওজে মোরদেহ' (Dead Wave, ২০০১ খ্রি.), 'বে রাঙে আর্গাভান' (In Amethyst Color, ২০০৫ খ্রি.), 'গোজারেশে জাশন' (The Report of a Party, ২০১১ খ্রি.), 'চে' (Che, ২০১৪ খ্রি.) 'বডিগার্ড' (২০১৬ খ্রি.)। এ ছাড়া বিশ্বখ্যাত অস্কার বিজয়ী পরিচালক আসগার ফারহাদির সঙ্গে যৌথভাবে নির্মাণ করেন 'এরতেফায়ে পাস্ত' (Low Heights, ২০০২ খ্রি.)। দুটো টেলিভিশন সিরিয়ালও তিনি নির্মাণ করেন, 'খকে সোরখ' (The Red Soil, ২০০২- ২০০৩ খ্রি.) ও 'হালগ্বে সাবজ' (The Green Ring, ২০০৭-২০০৮ খ্রি.)। এ ছাড়া বেশ কিছু প্রামাণ্যচিত্র, শর্টফিল্ম, নির্মাণের পাশাপাশি কয়েকটি ফিচার ফিল্মে অভিনয় ও চিত্রনাট্য লেখার কাজও করেছেন।

'ইমিগ্র্যান্ট' সিনেমার গল্পে দেখা যায়, ইরাক-ইরান যুদ্ধে ইরানের বাহিনী রিমোট কন্ট্রোলচালিত মনুষ্যবিহীন বিমানে অপারেশন চালায়। দুশমনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে দেশের জন্য যুদ্ধ করে এবং শেষ পর্যন্ত সফল হয়। গল্পের ঢঙে ইরানি সিনেমার নতুন উপাদান ও প্রযুক্তির ব্যবহার দেখা যায়।

হাতামিকিয়া গল্পটির বিন্যাস ও চিত্রনাট্য সম্পর্কে বলেন :

ইমাম খোমেনির মৃত্যুর পর এই চলচ্চিত্রটি নির্মিত হয়। গল্পটি ইমাম খোমেনির অসুস্থ থাকার সর্বশেষ দিনগুলোতে লিখেছি। এই সিনেমাটির মাধ্যমে 'ইমিগ্র্যান্ট' দ্বারা আমি মূলত নতুন প্রজন্মকে জাগিয়ে তোলার একটি প্রতীকী চিত্র বোঝাতে চেয়েছি। মোহাজের নামক মনুষ্যবিহীন বিমানটি নলখাগড়ার আকাশ থেকে যুদ্ধপাগল লোকদের চুক্তি থেকে শুরু করে হরেক

রকম কাণ্ডকারখানা দেখত এবং ঝামেলায় ফেলে দিত। মোহাজের ছবি তুলত ও দুশমনদের পরিকল্পনা ভেস্তে দিত। দুশমনরা এটিকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করত কিন্তু এটা পালিয়ে আসতে সক্ষম হতো। দীর্ঘদিন গল্পটি লিখতে লিখতে একসময় সিনেমার চিত্রনাট্যে রূপান্তর হয়। একসময় দেখা যায় আমাদের বেশ কিছু যোদ্ধা নলখাগড়ার বনে হারিয়ে যায়; মোহাজের পাঠিয়ে তাদের খুঁজে বের করা দরকার পড়ে। কিন্তু মোহাজেরের নিয়ন্ত্রণকারীরা অন্য কাজের জন্য এটি ব্যবহার করতে চাইছিল। ঠিক যেন মওলানা জালালুদ্দিন রুমির 'বেশনু আজ নেই চোন হেকায়াত মি কোনাদ'-এর মতো! আমি স্পষ্টত বলতে চাই, আমাদের উচিত হয়নি যুদ্ধের ময়দানে আমাদের বীর যোদ্ধাদের নলখাগড়ার বনে একাকী ছেড়ে দেওয়া (Mosalas Magazine, ওরদিবেহেশত মাস, ১৩৯৫ সৌরবর্ষ)।

অন্য আরেকটি গল্পে হাতামিকিয়া বলেন :

ইউরোপের কয়েকটি চলচ্চিত্র উৎসবে 'ইমিগ্র্যান্ট' চলচ্চিত্রটির মধ্যে ইমাম খোমেনির নাম উচ্চারিত হওয়ায় মনে হয়েছে ইউরোপিয়ান বন্ধুরা কিছুটা শকড হয়েছিল। এমনি একটি উৎসবে এমনটি হওয়ায় আমি দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চাইছিলাম; কিন্তু মহসিন মখমলবাফ আমার পা চেপে ধরে রাখলেন এবং বললেন আপাতত কিছু বলার দরকার নেই। এরপর তারা আমার চলচ্চিত্র 'আজ কারখে তা রাইন' প্রদর্শন করতে চাইল কিন্তু আমার মন বিদ্রোহ করল, আমি প্রদর্শনের বিরোধিতা করলাম।

শাহিদ অভিনি 'ইমিগ্র্যান্ট' সিনেমার সমালোচনায় বলেন :

এই চলচ্চিত্রের দর্শকগণ দার্শনিক ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির কেউ নন, সাধারণ মানুষের দর্শক। যদি আমরা এটিকে দার্শনিক দৃষ্টিতে দেখতে চাই এবং জোর জবরদস্তি করে দর্শন বের করে আনার চেষ্টা করি, তবে নিশ্চিত 'ইমিগ্র্যান্ট' চলচ্চিত্রটির প্রতি

জুলুম করা হবে। যদি থেকেও থাকে, তবে সেটি হাতামিকিয়ার দৃষ্টির দর্শন বলা যেতে পারে, যেখানে টেকনোলজি ও আনুষঙ্গিক ব্যবহারিক বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে। কেননা, তিনি পাহবাদ (ড্রোন)-কে শুধু একটি নির্জীব যন্ত্র হিসেবে দেখেননি। ড্রোনটি আত্মা খুঁজে পায়; আসাদ, আসগার ও গফুরের প্রাণ এটির মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। আর এ কারণে বলা যেতে পারে এটি প্রথম থেকেই জীবিত একটি আত্মার ন্যায় জেগে ওঠে। হাতামিকিয়ার চিন্তায় মানুষ শুধু এই টেকনোলজির রক্ষকই নয়; ক্ষেত্রবিশেষে আত্মা জুড়ে দেওয়ার প্রদায়কও বটে। হাতামিকিয়ার সিনেমাটিতে সবকিছু জীবিত। যেমন মাহমুদের বাঁশি স্মরণ করিয়ে দেয় যে সে জীবিত আছে। মাহমুদের সঙ্গে তার বাঁশির সম্পর্ক শুধু নির্জীব ও প্রাণহীন নয়। অপরিচিতের দূরত্বে থাকা একটি সম্পর্ক, যে কিনা অনবরত নিজের রহস্য বলে যাচ্ছে।

ইমিগ্র্যান্ট

পরিচালক

ইবরাহিম হাতামিকিয়া

প্রযোজক

হোওজেয়ে হোনারি, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন।

চিত্রনাট্য

ইবরাহিম হাতামিকিয়া

ফারসি থেকে বাংলা অনুবাদ

ড. মুমিত আল রশিদ, চেয়ারম্যান ও সহযোগী অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

কলাকুশলীবৃন্দ

আলিরেজা খাতামি, ইবরাহিম আসগার জাদেহ, আলিরেজা হায়দারি, আসগার নাকিজাদেহ, গোলাম রেজা আলি আকবারি, আলি রেজা জাহেদি, ফরিদ আমিরি, আলিরেজা সাইয়েদ মুহাম্মাদ ফাতেমি, বেহরুজ শাফেয়ি প্রমুখ।

সংগীত

কারিম গু গারদচি

বিন্যাস

হুসাইন জান্দ বাফ

ক্যামেরা ও ভিডিওগ্রাফি

মুহাম্মাদ তাকি পাক সিমা

ইমিগ্র্যান্ট

আসাদ : সব ঠিকঠাক আছে তো?

মাহমুদ : হ্যাঁ, ছাপিয়েছি। কঠিন কাজ। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে তাদের ওয়াদা না দেওয়া।

আসাদ : কেন?

মাহমুদ : যদি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে না পারি, তবে অপমানিত হব।

আসাদ : এই নলখাগড়ার বন অনেকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। এর সঙ্গে মানসম্মান জড়িত রয়েছে।

মাহমুদ : এটি কেমন কথা? যে কাজে অভিজ্ঞতা নেই, আবার ঝুঁকিও রয়েছে শতভাগ...

আসাদ : হ্যাঁ, ঠিক বলেছ।

মাহমুদ : আচ্ছা, ধরে নাও, অভিজ্ঞতা ছাড়াই আঘাত করার চেষ্টা করব।

আসাদ : অনভিজ্ঞ আঘাত নয়, বিশ্বাসের আঘাত। আমরা যে অবস্থার মধ্যে রয়েছি, সেটাকে কি অভিজ্ঞতা বলব?

আসাদ : আমাদের দেখে কী হাসি-তামাশাটাই না করেছে!

মাহমুদ : এ কারণেই এই বাহিনী নিয়েই লড়াই করে যাব।

আসাদ : আর এ কারণেই উত্তম হচ্ছে, নিজেদের ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত হওয়া, গঠন-আকৃতি নিয়ে নয়। নয়তো হেরে যাব, জনাব মাহমুদ।

আসাদ : বইঠাটি দাও। বলো প্রস্তুত রয়েছি।

গফুর : সাইদ, সাইদ, সাইদ, গফুর। সাইদ, সাইদ, সাইদ, গফুর।

সাইদ : গফুর জান, শুনছি।

গফুর : সাইদ জান, আমরা প্রস্তুত রয়েছি।

সাইদ : শুনেছি, প্রস্তুত থেকো। বন্ধুরা পৌঁছে গিয়েছে।

মাহমুদ : বলো কয়েক মিনিট সময়ের প্রয়োজন।

সাইদ : গফুর জান, কয়েক মিনিট সময়ের প্রয়োজন। বুঝতে পেরেছ?

গফুর : বুঝতে পেরেছি।

আলি : হাজি সাহেব আসছেন। তারা আবার কারা?

মাহমুদ : জানি না। সাইদ, ক্যামেরার নকটি খুলে দাও। ঠিক আছে, ঠিক আছে।

হাজি : সালাম, বীর পালোয়ানগণ।

আলি : সালাম, হাজি জান।

হাজি : এখনো কি অন্যদের খবর পৌঁছেনি?

আলি : এখন মাত্র খবর পৌঁছেছে!

হাজি : তাহলে ওড়াচ্ছ না কেন?

মাহমুদ : আলি, রেডিও নিয়ে এসো।

মাহমুদ : সঙ্গে বন্ধুদের নিয়ে এসেছেন হাজি।

হাজি : বন্ধুরা সবাই গুপ্তচর বাহিনীর সদস্য। হাজি কাসেমিও তাদের সঙ্গে রয়েছেন।

মাহমুদ : বললে তো আমরাও আমাদের বন্ধুদের খবর দিতে পারতাম! কোনো ক্যামেরা, ছবি বা কোনো খবর তো সংগ্রহ করে রাখতে পারতাম!

হাজি : এরাই তোমার সেই বন্ধুরা! মনে হচ্ছে আসাদ তোমাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছে।

মাহমুদ : ওটা নিয়ে এসো।

মাহমুদ : আসসালামু আলাইকুম, খোশ আমদিদ।

কাসেমি : ওয়ালাইকুম আসসালাম।

সহযোগী : আসসালামু আলাইকুম।

আরেক সহযোগী : আসসালামু আলাইকুম।

মাহমুদ : ওয়ালাইকুম আসসালাম, খোশ আমদিদ।

আলি : অনুমতি চাইছি...

মাহমুদ : ট্যাংকির দিকে খেয়াল রেখো। ক্যামেরা, ক্যামেরা, প্রস্তুত থেকো। ছেড়ে দাও। প্রস্তুত থাকতে বলো।

সাইদ : গফুর, গফুর, সাইদ...

গফুর : গফুর, সাইদ শুনতে পাচ্ছি।

সাইদ : গফুর জান, প্রস্তুত থেকো।

হাজি : সাইদ জান, বলো প্রথমে ভালো করে ছবি তুলবে। তারপর নলখাগড়ার ভেতরে প্রবেশ করবে।

সাইদ : গফুর জান, হাজি এখন এখানে রয়েছে। প্রথমে ভালো করে অনুসন্ধান করবে। অতঃপর আগুন ধরিয়ে দেবে। বুঝতে পেরেছ?

গফুর : বুঝতে পেরেছি।

আসাদ : দেখতে পেয়েছি। তাকে বলো একটু ডান দিকে নিয়ে যেতে।

গফুর : সাইদ জান, দেখতে পাচ্ছি। একটু ডান দিকে নিয়ে যাও।

আসাদ : প্রস্তুত রয়েছি।

গফুর : সাইদ জান, প্রস্তুত রয়েছি। গণনা শুরু করো।

সাইদ : আল্লাহ।

গফুর : আল্লাহ।

সাইদ : মুহাম্মদ।

গফুর : মুহাম্মদ।

সাইদ : আলি।

গফুর : আলি।

যোদ্ধা-১ : বন্ধু, নলখাগড়ায়ও আগুন ধরিয়ে দেবে নাকি!

আসাদ : গফুর জান, ওয়াচ টাওয়ারের দিকটা পরিষ্কার করে রাখো। জলদি করো।

যোদ্ধা-১ : একটি রকেট সঠিক জায়গায় আঘাত হানতে পারেনি!

গফুর : কী হয়েছে!

যোদ্ধা-১ : ওখানে কেউ আছে মনে হয়!

গফুর : তুমি নিশ্চিত?

যোদ্ধা-১ : হ্যাঁ!

আলি : মেরো না, মেরো না, মেরো না, আমি তোমাদেরই, তোমাদেরই। দারুণ ছিল, দারুণ ছিল! এর থেকে উত্তম আর হতে পারত না। আমার তো এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না!

আসাদ : গফুর জান, ফোন করো।

গফুর : সাইদ, সাইদ, গফুর।

আলি : মনে হয় তো ঠিকঠাকমতো দাঁড়াতেও পারো না, তাই না? যেমন একটি গোলাও অবশেষে সঠিক নিশানায় ছুড়ে মারলে, তাই না?

গফুর : সাইদ, সাইদ, গফুর।

যোদ্ধা-১ : এখানে কী করছ?

আলি : কিছুই না, কেবল দেখছি।

গফুর : গুনছি, আল্লাহ।

সাইদ : আল্লাহ।

গফুর : মুহাম্মদ।

সাইদ : মুহাম্মদ।

গফুর : আলি।

সাইদ : আলি।

গফুর : সব বুঝতে পেরেছ?

সাইদ : পেয়েছি, শুকরিয়া।

গফুর : অসংখ্য ধন্যবাদ।

আলি : তোমার অনুপস্থিতিতে খুব বেশি বকবক করেছি। আমাদের হালাল করো।

যোদ্ধা-১ : এখনো তো নিজের পরিচয় দিলে না!

আসাদ : হাজি খালাজের প্রতি সালাম পৌঁছে দিয়ো।

আলি : অখ! অখ! অখ! অখ! এখনই বন্ধুর হাঁকডাক শুনতে পাব। খোদা হাফেজ।

আসাদ : সহি-সালামতে থেকো।

আলি : হুঁশিয়ার থেকো।

গফুর : আচ্ছা, কন্ট্রোল রুমে কি বলব যে একটি রকেট কাজ করেনি?

সাইদ : শুনেছি, শুনেছি।

সাইদ : একটি রকেট লাঞ্চার আঘাত হানেনি। বন্ধুদের কি সতর্ক থাকতে বলব?

মাহমুদ : দরকার নেই। যদি কিছু হতো, তবে এতক্ষণে খবর পৌঁছে যেত।

হাজি : গফুর, গফুর, সাইদ, গফুর, গফুর, সাইদ।

গফুর : গফুর শুনতে পাচ্ছি।

হাজি : গফুর জান, সিংহ নাকি ইঁদুর?

গফুর : আলহামদুলিল্লাহ, সিংহ, সিংহ। বুঝতে পেরেছ?

গফুর : দারুণ দক্ষতা দেখিয়েছ, শাবাশ! ইমাম হুসাইনের মতো আরও সাহসী হও।

মাহমুদ : হাজি জান, একটু কষ্ট করতে হবে।

হাজি : ছবি তুলেছ?

মাহমুদ : হ্যাঁ।

হাজি : এখনই দিচ্ছি। এখনই স্পষ্ট বোঝা যাবে। তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।

হাজি : একটু অপেক্ষা করো।

ফটোগ্রাফার : হাজি, হাজি জান, ছবিগুলো প্রিন্ট হয়ে গিয়েছে, এই নিন।

মোটর আরোহী : আসসালামু আলাইকুম।

হাজি : ওয়ালাইকুমুসসালাম, আল্লাহর নাম নিয়ে এগিয়ে যাও।

আসাদ : আসসালামু আলাইকুম।

হাজি : ওয়ালাইকুমুসসালাম।

আসাদ : ক্লান্তি গ্রাস না করুক।

হাজি : তোমাদেরও যেন ক্লান্তি গ্রাস না করে।

আসাদ : ছবিগুলোতে কি কিছু পেলেন?

হাজি : রাতে তাঁবুতে বসে কথা বলব।

মাহমুদ : কী হয়েছে হাজি? ছবিগুলো জ্বলে যায়নি তো?

হাজি : না, আলহামদুলিল্লাহ, প্রিন্ট করা গিয়েছে। একটু সবুর করো, আমি সৈন্যদের অবস্থা

দেখে আসি। রাতে বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে। তাহলে কি নলখাগড়ার ঝোপ কাজে লেগেছে!

আসাদ : আল্লাহর অশেষ রহমত ছিল।

হাজি : জনাব মাহমুদের কি আর কোনো অভিযোগ নেই?

মাহমুদ : এখানে বলে মনে হয় আর লাভ হবে না।

হাজি : আল্লাহ ভরসা। দেখতে পাচ্ছ কী আজব প্রভাব পড়েছে! আমি নিশ্চিত, তোমার হৃদয় এই রক্তক্ষরণে রঞ্জিত হবে।

হাজি : তাদের ১৭ নম্বর প্লাটুন পশ্চিম দিক থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। এখন এই দিকে বেশ শক্তিশালী হয়ে গিয়েছে। বন্ধুরা বলছে, তাদের শক্তি তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাহমুদ : আচ্ছা?

হাজি : কিন্তু আমাদের ছবিগুলোতে তো তেমন কিছু বোঝা যাচ্ছে না!

মাহমুদ : তার মানে কী?

হাজি : আমরা সার্বিক একটি পরিস্থিতি শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি। তার মানে আমাদের পরিসংখ্যান সঠিক নয়!

আসাদ : আপনার মাথায় কিসের বুদ্ধি খেলছে, হাজি?

হাজি : আরও গভীরে উড়াল দেওয়া। আরও স্পষ্টভাবে বলা যেতে পারে, সেটি হচ্ছে, আরও ভেতরে গিয়ে পর্যবেক্ষণ করা।

মাহমুদ : এটি কি আপনার মতামত, নাকি তাদের আদেশ?

হাজি : এটি কী ধরনের কথা বলছ?

মাহমুদ : এই হচ্ছে নলখাগড়ার বনের ফলাফল। দেখো এদের প্রত্যাশা কত বড় হয়ে গিয়েছে!

হাজি : চটজলদি ফলাফল বলে দিচ্ছ!

মাহমুদ : জলদি ফলাফল বলে দিলাম! হাজি, আপনি তো এই কাজ সম্পর্কে জানেন। ওড়াতে যে কত কষ্ট, সেটি কি তারা দেখেছে, নাকি দেখেনি?

হাজি : আচ্ছা?

মাহমুদ : হ্যাঁ, আমরা তো যতটুকু সম্ভব ওড়াতে চেষ্টা করে যাচ্ছি। এর চেয়ে আরও গভীরে কীভাবে সম্ভব?

হাজি : তার মানে, কোনো পথ খোলা নেই?

মাহমুদ : কেন নয়! উত্তম হচ্ছে আমরা নিজেরা উড়ে যাই।

হাজি : তোমার মতামত কী?

আসাদ : মনে হচ্ছে অন্ধের মতো ওড়াতে হবে।

মাহমুদ : অন্ধের মতো ওড়া! কিসের ভিত্তিতে সম্ভব?

আসাদ : কখনো কখনো প্রয়োজনের খাতিরে পাখির মতো হারিয়ে যেতে দিতে হয়। বাধ্য হয়ে অন্ধের মতো উড়িয়ে দিয়েছি। হাতে কতক্ষণ সময় রয়েছে?

হাজি : খুব অল্প সময়।

আসাদ : আগামীকাল কি অনুশীলন করতে পারব?

হাজি : ঠিক আছে।

সাইদ : জনাব আসগার...

মাহমুদ : ওপরে তুলে দাও।

হাজি : জনাব আসাদ, তুমি কি প্রস্তুত রয়েছ? তোমার কাছে কি আসব?

আসাদ : না, হাজি জান, একটু একা থাকতে চাই। কেউ থাকলে নিজের ব্যথা উপশম হবে না।

হাজি : তোমার যা ইচ্ছে করো। তাহলে প্রস্তুত থেকো। প্রস্তুত রয়েছে।

মাহমুদ : প্রস্তুত থেকো। ছেড়ে দাও।

হাজি : আল্লাহ, মুহাম্মদ, আলি।

হাজি : আসাদ জান, সুস্থ আছ তো?

ওয়্যারলেসে ভেসে আসা কণ্ঠ : আচ্ছা, বাদ দাও। একটি কথা বলি, ভালো করে শোনো। মনে হচ্ছে, বেহুদা ওড়াচ্ছ। একদিকে ওড়াও, সেটি উত্তম হবে। শুনতে পাচ্ছ? একদিকে ওড়াও...

ওয়্যারলেসে ভেসে আসা কণ্ঠ : আসাদ, আসাদ, আসাদ, তুমি সুস্থ আছ তো? আসাদ? আমার কণ্ঠ শুনতে পেলে জবাব দাও।

আসাদ : হারিয়ে ফেলেছি।

ওয়্যারলেসে ভেসে আসা কণ্ঠ : হারাওনি, ওঠো, দেখো, ওঠো, দেখো!

ওয়্যারলেসে ভেসে আসা কণ্ঠ : দারুণ দেখিয়েছ, বীর জওয়ান!

আসাদ : হাজি, আপনার পরবর্তী প্রস্তাব কী, বলুন।

হাজি : তুমি কি নিশ্চিত যে তোমার কাজ অপারেশননির্ভর নয়?

আসাদ : রিমোট কন্ট্রোল করা খুবই সহজ কাজ। কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করা অত্যন্ত কঠিন।

হাজি : এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমরা আরও এক দিন অপেক্ষা করতে পারি।

আসাদ : আমি পারব না, যদি না জনাব মাহমুদ কবুল করেন!

মাহমুদ : তুমি যেটি করেছ, সেটিই আমাদের জন্য দারুণ কিছু। অবশ্য এই বিষয়গুলো ব্যক্তির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির ওপর নির্ভর করে। আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারছি না।

হাজি : তাহলে আমি প্রস্তাব করছি, দেখুন আমরা এখন পর্যন্ত দুই ধাপে অ্যাকশনে গিয়েছি। প্রথম ধাপে ওড়াতে সক্ষম হয়েছি। দ্বিতীয় ধাপে সামনের দিকে অগ্রসর হয়েছি। মনে হচ্ছে, তৃতীয় ধাপ সমস্যার সমাধান করবে।

মাহমুদ : কোন এলাকায় যাবে?

হাজি : শত্রুদের এলাকায়।

গফুর : একাকী যাবেন?

হাজি : না, গুপ্তচর বন্ধুদের নিয়ে যাব।

আসাদ : আমরা প্রস্তুত রয়েছি।

মাহমুদ : না, জনাব আসাদ। এই কাজটি করতে হলে অনুশীলন প্রয়োজন।

আসাদ : এক নম্বর ব্রিজে জনাব জওয়াদ, দুই নম্বর ব্রিজে তুমি এবং তিন নম্বর ব্রিজে ইনশা

আল্লাহ আমি অপারেশনে যাব। আসসালামু আলাইকুম।

আলি : বাহ্ বাহ্, ওয়ালাইকুমুসসালাম। তাহলে তোমরা সেই মুসাফির।

মাহমুদ : আসসালামু আলাইকুম।

আলি : ওয়ালাইকুমুসসালাম, ক্লান্তি গ্রাস না করুক।

গফুর : সহি-সালামতে থাকুন। এই নৌকা কেন, ভাই?

আলি : এখান থেকে শুশ নগরী পর্যন্ত দুই স্তর। ওখান থেকে পরে একটি স্তরে যেতে হবে।

আসাদ : আচ্ছা, সেখানে কি ডিঙিনৌকা আছে?

আলি : কেন, আছে তো। কিন্তু পাংচার হয়ে আছে।

আসাদ : জনাব গফুর, চড়ো।

গফুর : আচ্ছা, ঠিক আছে।

আসাদ : তাহলে ইনশা আল্লাহ, এক ঘণ্টা পরে জায়গামতো হাজির হব।

মাহমুদ : ইনশা আল্লাহ।

আসাদ : কোনো সমস্যা নেই তো?

মাহমুদ : কেন কবুল করলে?

আসাদ : কঠিন কঠিন প্রশ্ন কোরো না। নিজেকেও নয়, আমাকেও নয়।

আলি : পেছনে যাও, তারপর সোজা।

আলি : আমাদের সীমানা অতিক্রম করিনি তো?

আসগার : আমি বুঝতে পারিনি।

আলি : কেন যেন ওলটপালট মনে হচ্ছে!

আসাদ : ভুল পথে কি এসেছি?

আলি : না বাবা, কীভাবে ভুল করেছি!

আসাদ : বাঁয়ে নাকি ডানে?

আলি : এই দিকেই, ডানে।

আসগার : হিস!

আলি : মনে হচ্ছে এই পথেই। আল্লাহ আল্লাহ করে রাস্তা খোলা থাকলেই হলো।

আসাদ : ওই দিকে ভালো হবে মনে হচ্ছে।

আলি : কোন দিকে?

আসাদ : ওই দিকে।

আলি : ওই দিকে? নিঃসন্দেহে ওইখানে বাংকার রয়েছে। বিপজ্জনক মনে হচ্ছে।

আসাদ : বন্ধু, আমি একটি খোলামেলা জায়গা চাই। রিমোট দিয়ে যেন সেটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। বুঝতে পেরেছ?

আলি : ব্যস, যথেষ্ট?

আসাদ : হ্যাঁ।

আলি : তুমি নিশ্চিত?

আসাদ : হুম।

আলি : আসগার জান, যাও, দরজা খুলে দাও। আসগার ক্লান্ত হলে বলো, আমি নিজেই যাব।

আসগার : না না, আমি যাব।

আলি : আল্লাহ তোমার সহায় হোক।

আসাদ : বলো, আমি প্রস্তুত।

গফুর : সাইদ, সাইদ, গফুর।

সাইদ : গফুর, সাইদ, শুনতে পাচ্ছি।

গফুর : সাইদ জান, আমরা প্রস্তুত।

সাইদ : শুনেছি, খেয়াল রেখো।

জাওয়াদ : সাইদ, সাইদ, জাওয়াদ, বলো ওড়া শুরু করেছে।

সাইদ : ওড়া শুরু করেছে। প্রস্তুত থাকতে হবে।

মাহমুদ : দেখেছি, খুব নিচু দিয়ে উড়ছে। একটু ওপরে চালাতে হবে।

সাইদ : জাওয়াদ জান, এটাকে ঠিকমতো ধরতে পেরেছি। সূর্যের দিকে দাও।

মাহমুদ : ঠিক আছে, এভাবেই ভালো হচ্ছে। আমি প্রস্তুত।

সাইদ : জাওয়াদ জান, গুনতে থাকো।

জাওয়াদ : আল্লাহ।

সাইদ : আল্লাহ।

জাওয়াদ : মুহাম্মদ।

সাইদ : মুহাম্মদ।

জাওয়াদ : আলি।

সাইদ : আলি।

সাইদ : গফুর, গফুর, সাইদ, গফুর, গফুর, সাইদ...

গফুর : সাইদ, গফুর শুনতে পাচ্ছি।

সাইদ : গফুর জান, আমরা প্রস্তুত রয়েছি, তোমরা প্রস্তুত থেকো।

আসাদ : ক্লান্তি গ্রাস না করুক।

আলি : সহি-সালামতে থাকো। হাজি, জানেন কি কোথায় এসে পড়েছি?

আসাদ : কোথায়?

আসগার : দুশমনদের গোলাবারুদের মূল আস্তানায়।

আসাদ : কোথায়!

আলি : নলখাগড়াবনের ওপাশে। আল্লাহর রহমতে কোনো বিপদ না হলেই হলো!

আসাদ : দেখেছি, অনেক দূরে।

গফুর : সাইদ, সাইদ, গফুর...

সাইদ : শুনতে পাচ্ছি।

গফুর : বজ্রপাতের মধ্যে প্রবেশ করাও। বজ্রপাত, বুঝতে পেরেছ?

সাইদ : বুঝতে পেরেছি।

আসাদ : আমি প্রস্তুত রয়েছি।

গফুর : সাইদ জান, গণনা শুরু করো।

সাইদ : আল্লাহ।

গফুর : আল্লাহ।

সাইদ : মুহাম্মদ।

গফুর : মুহাম্মদ।

সাইদ : আলি।

গফুর : আলি।

গফুর : সাইদ জান, আমরা দুশমনদের এরিয়ায় রয়েছি।

আলি : আল্লাহ আল্লাহ করে যেন আজ মিশন শেষ করতে পারি।

গফুর : পূর্বে থেকে যোগাযোগ করা হলে কি ভালো হতো না?

আলি : আমাদের তো এখানে আসার কথাই ছিল না।

আসগার : কাজ করেনি!

আলি : হায় খোদা, ফসফরাস গ্যাস ছেড়েছে।

আলি : আমাদের সুস্থতার জন্য সুরা ফাতিহা পাঠ করা ছাড়া আর কোনো গতি নেই।

আসাদ : বন্ধু, অশুন হাইওয়ে কোন দিকে? বন্ধু, এদিকে মনোযোগ দিন।

আলি : অনেক অনেক দূরে। ধরো, বাঁয়ে ঘোরাও, বাঁয়ে।

আসাদ : আমাকে শুধু দিকনির্দেশনা দিন। ওড়ানোর দায়িত্ব আমার।

আলি : আচ্ছা, ঠিক আছে। শোনো, ঠিক এই দূরত্বে, হ্যাঁ, এই দূরত্বে, এখানে।

আলি : বসো, বসো, বসো, কোথায় যাচ্ছ? বসো।

আসাদ : ওকে হারিয়ে ফেলেছি!

আলি : এখানে অবস্থান করা ঠিক হবে না।

গফুর : তার মানে কী?

আলি : মানে, যা বলেছি, তাই।

সাইদ : গফুর, গফুর সাইদ, গফুর গফুর সাইদ, গফুর গফুর সাইদ...

হাজি : সাইদ, সাইদ জাওয়াদ, সাইদ সাইদ জাওয়াদ...

মাহমুদ : হাজি, আপনি নিজে নাকি?

হাজি : শুনতে পাচ্ছি।

মাহমুদ : কী চিন্তা করছেন?

হাজি : জনাব মাহমুদ, এখন তো স্মরণ করার সময়, চিন্তার সময় নয়।

মাহমুদ : গফুর গফুর গফুর সাইদ, গফুর সাইদ, গফুর গফুর গফুর সাইদ।

আলি : দুশমন বাহিনী!

আসাদ : এই জিনিসগুলোর কী হবে?

আলি : ফিরে এসে কোনো একটা বন্দোবস্ত করব।

তথ্য কর্মকর্তা : কখন থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে?

সাইদ : সম্ভবত ১০টা থেকে।

তথ্য কর্মকর্তা : ওয়্যারলেসে কোনো বিষয় কি পাওয়া যায়নি?

সাইদ : হুম, না।

মাহমুদ : অবশ্য সকালে আকাশ মেঘলা ছিল।

তথ্য কর্মকর্তা-২ : খোদা না করুক, রাস্তা হারিয়ে ফেলেনি তো?

তথ্য কর্মকর্তা : ধরে নিলাম রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে, কিন্তু যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেল কেন?

মাহমুদ : তারা একটা জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিল। রিমোট বিমান সেটি দেখিয়েছে। কিন্তু এরপর ওয়্যারলেস যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

তথ্য কর্মকর্তা : দেখো আলি, সব সময় এখানে জমায়েত হতো। তার মানে যদি তাদের হারিয়ে ফেলতাম, এখানে খুঁজে পেতে সমর্থ হতাম। শোনো, এখন বলছি...

তথ্য কর্মকর্তা-২ : সকালে এই জমায়েত ভেস্তে গিয়েছে।

তথ্য কর্মকর্তা : তার মানে কী!

তথ্য কর্মকর্তা-২ : শত্রুরা সৈন্য পাঠিয়ে রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে।

সাইদ : তার মানে কোনো ঝামেলায় পড়েছে!

তথ্য কর্মকর্তা : না বন্ধু, এটি একটি ধারণামাত্র। এ ছাড়া জমায়েতের ধারণা, একটি ওয়াদা ছিল মাত্র। পরস্পরের মধ্যে কোনো কথা হয়নি।

মাহমুদ : আপনি কখন আসল কাজটি করবেন?

তথ্য কর্মকর্তা : এই দু-এক দিন দেখতেই পাচ্ছ যে অঞ্চলটি যথেষ্ট ঝুঁকিতে রয়েছে। এদিকে যথেষ্ট সৈন্য জমায়েত করা হয়েছে। যথেষ্ট তদারকি প্রয়োজন।

মাহমুদ : জানি, জানি, কখন খুঁজতে যাব?

তথ্য কর্মকর্তা : আলি ও আসগর তাদের সঙ্গে ছিল। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা দুজন।

মাহমুদ : ছিল না, আছে।

হাজি : কথাবার্তা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে?

মাহমুদ : নিরাশায়, হতাশায়।

হাজি : আমি তো বলেছি, নতুন কিছু বলার নেই।

মাহমুদ : নিজেদের কাজে মনোযোগ দেওয়া উচিত। বন্ধুদের তোলা ছবি দিয়ে আরও বেশি অপারেশনে যাব।

হাজি : ইনশা আল্লাহ।

মাহমুদ : লাইন ব্যস্ত দেখাচ্ছে। চাইছে, এই অঞ্চল নিয়ে আরও বেশি কাজ করি। ভালোই

হলো। এটি তেমন কঠিন কোনো কাজ নয়।

হাজি : মনে হচ্ছে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে কিছু বলছ। এই অপারেশনও আমরা সম্পন্ন করব।

মাহমুদ : তার মানে, কী বলতে চাইছ?

হাজি : আমাদের কর্তব্য যেন ভুলে না যাই।

মাহমুদ : আজ সকালেই ওখানে তাদের জমায়েত হতে দেখেছি। এক দিনও অতিক্রম হয়নি।

হাজি : ভেবেছ ভুলে গিয়েছি! লক্ষ করে শোনো, তারা আরেক লস্কর বাহিনী পাঠিয়েছে। খোদাই জানে আর কয়টি বাহিনী পাঠাবে! তাদের ওত পেতে থাকা বাহিনী সামনে এগিয়ে আসছে। তুমি এই পরিস্থিতিতে কী করতে?

মাহমুদ : কোনো কিছুই ভুলে যাইনি। রিমোটচালিত বিমানটি কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল! ভুলে গিয়েছি, অন্ধভাবে বিমান চালানোর ফলে কত বন্ধুর ওপরে বিপদ নেমে এসেছে! ভুলে গিয়েছি, আসাদ ছিল, গফুর ছিল, সব কি এখন জীবন্ত স্মৃতি! আচ্ছা, কেন এই আচরণ, হাজি?

হাজি : তিরস্কার করছ নাকি? যদি এই প্রশ্নগুলোর জবাব দিই, তবে তুমি আর প্রধানের

দায়িত্বে থাকবে না। আসাদ ও তোমার মধ্যে পার্থক্য ছিল এটাই। ভিন্নভাবে বললে বলতে হয়, পারস্পরিক বোঝাপড়া।

মাহমুদ : তাহলে আমার ও তোমার মধ্যে পার্থক্য কী?

জাওয়াদ : শোনো, গণনা করছি। আল্লাহ, মুহাম্মদ, আলি...

সাইদ : শুনতে পেয়েছি, জাওয়াদ জান, আমরা মূল আঙিনায় রয়েছি।

মাহমুদ : কী খবর?

সাইদ : যেতে না যেতেই শুরু করে দিয়েছে। বসো, বসো, কী করছ? এই দিকে দেখো কী করছে। কোন দিকে দেখব, কী করছ?

মাহমুদ : এটি কেমন কাজ করলে?

সাইদ : এই কি তোমার ধন্যবাদ জানানোর পন্থা?

মাহমুদ : এই রিমোটচালিত মোহাজের বিমানই অবশিষ্ট ছিল।

সাইদ : কেমন হতো যদি প্রথমে অনুমতি নিতাম এবং তারপর তোমাকে বাঁচাতাম!

মাহমুদ : একই হতো।

সাইদ : ভালোই বলেছ। যদি বসে না পড়তে, তবে এখন আর নিশ্বাস নিতে পারতে না।

মাহমুদ : জাহান্নাম!

সাইদ : এটা খুঁজে পেয়েছি! খুঁজে পেয়েছি! কী করছ, বলো তো? কী বলব! নিজেদের কর্তব্য পালন করে যাচ্ছি। তাই না?

মাহমুদ : প্রস্তুত হতে বলো।

সাইদ : জাওয়াদ, জাওয়াদ সাইদ, জাওয়াদ জাওয়াদ সাইদ।

জাওয়াদ : সাইদ জাওয়াদ, শুনতে পাচ্ছি।

সাইদ : জাওয়াদ জান, প্রস্তুত থেকো। আল্লাহ, মুহাম্মদ, আলি...

সাইদ : এই ছোটখাটো জিনিসগুলো কি এদের ছিল?

গুপ্ত বাহিনী : এখন ফাঁদে পড়েছে। এদের গুপ্তচর বাহিনী মনে হচ্ছে।

সাইদ : শাবাশ, বীর পালোয়ান!

মাহমুদ : এটি বন্ধ হয়ে গিয়েছে!

সাইদ : তার মানে কী?

মাহমুদ : তার মানে, আসাদ জীবিত রয়েছে।

হাজি : আসাদের জীবিত থাকা একটি মোজেজা। এমনকি সে বন্দি হলেও।

মাহমুদ : জানি না গফুর ও আমাদের তথ্য সংগ্রহকারী বাহিনীরা কোথায়?

হাজি : আপাতত তাদের সহি-সালামতে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ফিরছে না কেন?

মাহমুদ : সম্ভবত কোথাও ওত পেতে আছে। তুমিই তো বলেছিলে, শত্রুরা সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে। তাই না?

হাজি : তথ্য সংগ্রহকারী বাহিনীর সদস্যরা সম্ভবত ফিরে আসতে পারছে না।

মাহমুদ : আগামীকালকের রিমোটচালিত বিমানটি অনেক কিছুর সমাধান দিতে সক্ষম হবে, ইনশা আল্লাহ।

হাজি : রিমোটচালিত বিমান! কোথা থেকে ওড়াবে?

মাহমুদ : বুঝতেই পারছ, আশপাশ থেকে।

হাজি : তাহলে অন্ধের ন্যায় বিমান ওড়ানোর ব্যাপারে আপত্তি নেই, তাই তো?

মাহমুদ : এখন সময় ভিন্ন।

হাজি : কেন ভিন্ন সময়? অন্ধের ন্যায় বিমান ওড়ানো, নাকি নিজের পরিস্থিতি?

মাহমুদ : দুটোই।

হাজি : না, জনাব মাহমুদ। এখন আমাদের হাতে শুধু একটি রিমোটচালিত বিমান রয়েছে। তাও আবার সব জায়গায় যেতে সক্ষম হবে কি না জানি না।

মাহমুদ : তাহলে কী করব?

হাজি : আপাতত এটি এখানেই থাকুক। বরঞ্চ আমরা নিজেদের জায়গা বেছে নিই। প্রতিটি ইঞ্চি জায়গা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। এটির সুনির্দিষ্ট একটি জায়গা দরকার। আমাদের হাতে যেমন সময় নেই, তেমনি এই পথেই একমাত্র সমাধান নিহিত।

মাহমুদ : তাহলে এটাকে কি ব্যানার বানিয়ে রেখে দেব? বাঁধিয়ে রাখব? শুধু এই কাজটিই মনে হয় পারো।

ইরাকি সৈন্যদের কমান্ড : সোজা হও। সাবধান। স্যালুট। আরামে দাঁড়াও। নিজেদের পজিশনে চলে যাও।

সবার দোয়া পাঠ : কাল কেয়ামত পর্যন্ত, কাল কেয়ামত পর্যন্ত, কাল কেয়ামত পর্যন্ত, কাল কেয়ামত পর্যন্ত...

সাইদ : জনাব মাহমুদ।

মাহমুদ : হুম?

সাইদ : আমাদেরও কিছু করা হবে মনে হচ্ছে।

মাহমুদ : কী কাজ?

সাইদ : বহিষ্কার? ফিরিয়ে নেওয়া?

মাহমুদ : আস্তাগফিরুল্লাহ। যদি উড়তে পারে, এটিই হবে বরকতময়। তাদের জানা উচিত যে আমরা তাদের ভুলিনি।

সাইদ : ওহহো কীভাবে তাদের জানাবে? তারা তো আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে না।

মাহমুদ : সেই কাজটিই করব, যা কিনা আসাদ করেছিল। স্টার্ট দাও।

সাইদ : আচ্ছা, ঠিক আছে।

মাহমুদ : সাইদ, ছেড়ে দাও।

সাইদ : আমি বুঝতে পারছি না কীভাবে তাদের দিকে সিগন্যাল দেব।

মাহমুদ : জনাব সাইদ, অনুগ্রহ করে আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

আলি : খোদা, হামিদ ফালাহপুরকে ক্ষমা করুন। ক্ষুধা থেকে বাঁচার জন্য এই পন্থা আবিষ্কার করেছিল। বিশ্বাস করো, অর্ধদিন এভাবে কাটিয়ে দিয়েছি। এসো শুরু করি। ধরো, তবে ইমানি শক্তিও দরকার।

আসাদ : হিস!

গফুর : রিমোটচালিত বিমান মোহাজেরের শব্দ মনে হচ্ছে!

আসাদ : আমি দেখে আসি কোথা থেকে শব্দ আসছে।

গফুর : হেই দেখো, ওই যে!

আলি : চলো গোলাবারুদের দিকে যাই। ওখানে আরও ভালোভাবে দেখা যাবে।

আলি : দুশমনরা দেখে ফেলতে পারে।

ইরাকি কমান্ডারের নির্দেশ : সাবধানে! যেকোনো মূল্যে প্রতিহত করতে হবে। অ্যাটেনশন!

আসাদ : আল্লাহ সহায় হোন।

আলি : অসময়ে ঝামেলা করে দিলাম মনে হচ্ছে।

আসাদ : রিমোটচালিত বিমান মোহাজেরকে ভারি মনে হচ্ছে!

আলি : কেমন?

আসাদ : অস্ত্র বহন করছে!

আলি : ইনশা আল্লাহ ভালো কিছুই হবে। এই জায়গাটি কি উড়িয়ে দিতে পারব?

আসাদ : এই জায়গাটি?

আলি : এই জায়গা থেকে অতি উত্তম জায়গা আর কোথায় হতে পারে?

আসাদ : এসো একটি পরীক্ষা করে দেখি।

ইরাকি সেনাদের হট্টগোল : ওটাকে আঘাত করো। টার্গেট করো। গুলি ছুড়ো।

আসাদ : বসো।

আলি : নিঃসন্দেহে এটি আল মাহদি ড্রোন বিমান।

ইরাকি সেনাদের কোলাহল : কমান্ডার আঘাত পেয়েছে। জলদি এসো, ধরো। দৌড়াও, জলদি...

আলি : ভয় পাচ্ছি, আমরাও না বন্দি হয়ে যাই।

আসাদ : নিজের দেশের জন্য শহিদ হয়ে যাব। এটিই আমাদের সর্বশেষ অপারেশন।

আলি : দেখো জনাব আসাদ, এই ড্রোন বিমান মোহাজেরটি আমাদের জন্য পবিত্র খাদ্য বহন করে এনেছে!

আসাদ : এটি একটি মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ।

আলি : তাদের আন্তরিক অভিনন্দন। কেননা, আমাদের জন্যও চিন্তা করছে।

আসাদ : আমাদের ড্রোন বিমান কম ছিল। কেন এই কাজটি করেছে?

গফুর : আমাদের নিরাপদ জায়গা বলতে আর কিছু থাকল না।

আলি : কীভাবে নিশ্চিত হলে? ওইখানে তাদের গোলাবারুদের ভা-ার ছিল।

আসাদ : কিসের জন্য এসেছে?

আলি : মনে হচ্ছে লাশের খোঁজে এসেছে। দুশমনদের কমান্ডারসহ সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

আসাদ : কোথায় যাব?

আলি : যত দূর সম্ভব দূরে সরে যাওয়া উত্তম।

আসাদ : একটু দাঁড়াও।

আসাদ : ওই বাক্সটি দাও।

আলি : এটিকে লুকিয়ে ফেলো, লুকিয়ে ফেলো।

সাইদ : আমাদের গাভি বাচ্চা দিয়েছে।

মাহমুদ : কোথায় অপারেশন হলো?

সাইদ : দেহলারানের দিকে।

মাহমুদ : অপারেশনটি কি আমরা করেছি?

সাইদ : না জাওয়াদ, হালকা একটু ধাক্কা দিয়েছি। আচ্ছা, তুমি কি জানতে চাও না আমাদের গাভিটি কয়টি যমজ প্রসব করেছে?

মাহমুদ : কী হয়েছে?

সাইদ : ওস্তাদ আমাদের তলব করেছেন।

মাহমুদ : তার মানে কী?

সাইদ : জানি না, বার্তা এনেছে যে তাঁবুতে যেতে হবে।

মাহমুদ : সম্ভবত হাজিকে ডেকেছেন।

সাইদ : না, তোমাকে ডেকেছেন আমার সঙ্গে।

মাহমুদ : হাজি বিষ নিয়ে খেলেছে মনে হয়।

সাইদ : হাজি সবার কাছ থেকে খোদা হাফেজি করে চলে গিয়েছে। তোমার জন্য একটি পত্র লিখে গিয়েছে। ধৈর্য ধরো দেখি, এটি এক কোনায় রেখে নিই। মনে হচ্ছে কোনো ভালো অবস্থান, কোনো পদমর্যাদা, হয়তো অন্য কোনো কিছু?

মাহমুদ : আফসোস, যদি এত সহজে হতো!

সাইদ : যদি এটিও হয়, আমি মাঝখানে থেকে কী করব?

মাহমুদ : কী জানি?

সাইদ : মনে হচ্ছে সকালের কোনো ঘটনা।

সাইদ : আসসালামু আলাইকুম, জনাব হাজি।

নতুন হাজি : ওয়ালাইকুমুসসালাম, ক্লান্তি গ্রাস না করুক।

মাহমুদ : আসসালামু আলাইকুম।

নতুন হাজি : ওয়ালাইকুমুসসালাম, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। তোমাদের মধ্যে জনাব মাহমুদ কে?

মাহমুদ : এ এ আ...

সাইদ : জনাব হাজি, আমাদের দুজনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। দুজন একই।

নতুন হাজি : আজব! খোদা তোমাদের তৌফিক দিন। তোমাদের মধ্যে পাইলট কে?

সাইদ : হাজি, একটি ছোট্ট অনুরোধ ছিল। যদি কয়েক মিনিট সময় থাকে, তবে...

নতুন হাজি : হুসাইনিয়েতে এসো। মাহমুদ জান, এসো।

নতুন হাজি : আমি হুসাইনিয়েতে আছি।

সাইদ : আমাদের এই বন্ধু কিছুদিন জনাব আসাদের সঙ্গে ছিল। সখ্যও হয়েছিল।

এমনকি বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করা পর্যন্ত জনাব আসাদের সঙ্গে ছিল। আচ্ছা, যদি এমন বন্ধুত্ব থেকে থাকে, তবে কি আসলেই এত সহজে তাকে দুশমনের মাটিতে ছেড়ে আসা সম্ভব? বিশ্বাস করুন, শুধু...

মাহমুদ : সাইদ জান, তুমি শেষ করো। হাজি, আমি আপনার কথা শুনছি।

নতুন হাজি : এসো। জানো, সকালে কি আঘাতটাই না করেছ?

সাইদ : কী রকম আঘাত! খোদার কসম, আমরা সঠিক নিশানা ও দিকেই সেটিকে উড়িয়েছিলাম। হাজি রাউফি কি আপনাকে কিছু বলেননি!

নতুন হাজি : আমি বুঝতে পারছি না, তোমরা কিসের কথা বলছ?

মাহমুদ : আপনি কি সকালের ঘটনা সম্পর্কে বলছেন না?

নতুন হাজি : হ্যাঁ, জোহরের সময় আমাদের নিকট একটি গোপন সুখবর পৌঁছেছে। সুখবরটি হলো, দুশমন কমান্ডার আকাশ থেকে গোলাবর্ষণে নিহত হয়েছেন। আমরা আজ তোমার মোহাজের ওড়ানো ছাড়া অন্য কোনো অপারেশন দেখতে পাইনি। আলহামদুলিল্লাহ, দুশমনদের কোমর

ভেঙে দিয়েছ। এখনো তারা হতবিহ্বল হয়ে আছে! সেনা কমান্ডার নিজেই এসে তোমাকে অভিনন্দন জানাতেন। কিন্তু মিস্টার রাউফির কাছ থেকে সব খবর জেনে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য আসল উদ্দেশ্য ছিল তার সময়কাল শেষ হয়ে যাওয়া। কিছু হয়েছে?

মাহমুদ : যে পাইলট এই কাজটি করেছে, সে আমি নই, হাজি। সে আসাদ। আমরা শুধু তাকে সুযোগ দিয়েছি।

নতুন হাজি : তার মানে এখনো তাদের সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ রয়েছে?

সাইদ : একমাত্র যোগাযোগের পথ হচ্ছে ড্রোন বিমান মোহাজের। আমরা এভাবেই একে অপরের সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি।

নতুন হাজি : আমি তো এটি শুনিনি।

মাহমুদ : আজব ব্যাপার হচ্ছে, এটি আপনাদের বলেনি, কয়েকবার তাদের সাহায্য করতে চেয়েছি, কিন্তু হাজি রাউফির এক কথা–প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে তল্লাশি করতে হবে। আমি জানি না কী এমন হলো যে নতুন একজন সেনা কমান্ডার পাঠানো হয়েছে।

নতুন হাজি : তোমরা খুব দ্রুত ফয়সালা করে ফেলো। হাজি রাউফি একজন সৎ মানুষ। তিনি

আমার পীড়াপীড়িতে এখানে কয়েক মাস অবস্থান করেছিলেন। এখানকার দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই মুহূর্তে আমাদের সৈন্যরা দেহলারানে যুদ্ধরত। তাকে এখানে রাখা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আমাদের ভাই জনাব আসাদের ব্যাপারে কিছু বলতে অন্তর সায় দিচ্ছে না। সম্ভবত এটিই মঙ্গলময় হবে। জনাব আসাদ জনাব হাজি রাউফির ভাগনে। আপাতত এই হুকুম দেওয়া হলো যে নিজেদের কাজে মনোযোগ দাও।

সাইদ : নিজেদের কোনো কাজ?

নতুন হাজি : জনাব হাজি রাউফির এক কথা–প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন তন্ন করে তল্লাশি। এই কয়েক দিন এই এলাকা বেশ উত্তপ্ত রয়েছে। আশা করি ভালো কিছু হবে।

সাইদ : বুঝতে পেরেছ?

সাইদ : খুব বেশি ক্ষিপ্ত মনে হচ্ছে!

সাইদ : জামানি, জনাব মাহমুদ একটি টাইমবোমা বহন করেছে!

মাহমুদ : আমার হেলমেট দাও।

সাইদ : এই জায়গা উড়িয়ে দেবে মনে হচ্ছে।

মাহমুদ : অন্ধের মতো গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে।

সাইদ : অন্ধের মতো গোলাবর্ষণ! তাও আবার একটি নির্দিষ্ট জায়গায়!

সাইদ : আমাদের নিজেদের প্রতি রহম না করলেও ড্রোন বিমান মোহাজেরের প্রতি একটু রহম করো।

মাহমুদ : কী বলতে চাইছ?

সাইদ : আমাদের ভাগ্যে কী লেখা রয়েছে?

মাহমুদ : সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই ভালো। নয়তো সোজা শরীরে এসে আঘাত করবে।

সাইদ : শুধু এটাই বলে যাচ্ছ!

মাহমুদ : গুলি লেগেছে।

আলি : কী হয়েছে?

আসাদ : ওকে গুলি মেরেছে।

আসাদ : সতর্ক থেকো।

আলি : জনাব আসাদ, কী করতে চাইছ?

আসাদ : জ্বলে গিয়েছে। সম্ভবত তেল রয়েছে।

আলি : তুমি ভাবছ তুমি একাই দেখেছ? তারাও এখন এটির খোঁজে আসবে।

আসাদ : আমাদের কিছুই করার নেই। গ্রেনেড দাও। গফুরকে কিছু না বলাই ভালো।

আলি : ঠিক আছে।

আলি : ওদের মুখোমুখি হতে পারতাম। কিন্তু গফুর কবুল করেনি। এমনকি আমাকে হুমকি দিয়ে বলেছে, তার থেকে যেন দূরে সরে যাই। যদি চাও এক্ষুনি তাদের সামনে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারব।

আসাদ : গফুরের লাশ ছাড়া আর কিছুই আমাদের ভাগ্যে জুটবে না।

মাহমুদ : তুমি কিসের জন্য এসেছ?

সাইদ : বাবা, ওঠো তো, এসো।

মাহমুদ : আমার প্রশ্নের জবাব দাও। কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে?

সাইদ : নিজেই বলেছি আসব, কিসের অপেক্ষায় রয়েছ? মোজেজা? সবকিছু তোমার জন্য? অন্যদের জন্য একটুও ভাবছ না? নিশ্চিত থাকো, যদি আসাদ এখানে থাকত, সে-ই প্রথমে তোমার কান টেনে ধরত। এই নলখাগড়াবনের মধ্যে কোনো শব্দ শুনতে পাচ্ছ, গাধা! দেখতে পাচ্ছ! দেখেছ হেলমেটের কী অবস্থা! সব তোমার জন্য।

মাহমুদ : তুমি মন থেকে আসোনি, শুধু দেহ নিয়ে এসেছ। আর এ কারণেই তুমি বেশি চিন্তিত। দেহটিও নিয়ে যেতে পারো।

নৌকাচালক : ওহহো, এভাবে হয় না। যা কিছু ঘটুক না কেন, একসঙ্গে যাব।

মাহমুদ : তুমিও যাও পেছনে পেছনে।

নৌকাচালক : যাচ্ছি।

মাহমুদ : তুমিও পেছনে পেছনে যাও, বললাম তো।

আসাদ : বাদ দাও, সময় খুবই কম।

আলি : আসছি, আসছি।

আলি : কোথায় যাচ্ছ?

আসাদ : এগুলো ওড়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আলি : আমাকে কেন বললে না? ওদিকে যাও।

আলি : আমি তাহলে এখানে কেন রয়েছি?

আলি : ধরো, ধরো, আলি...

সমাপ্ত